কাপ্তেন-বাবু।

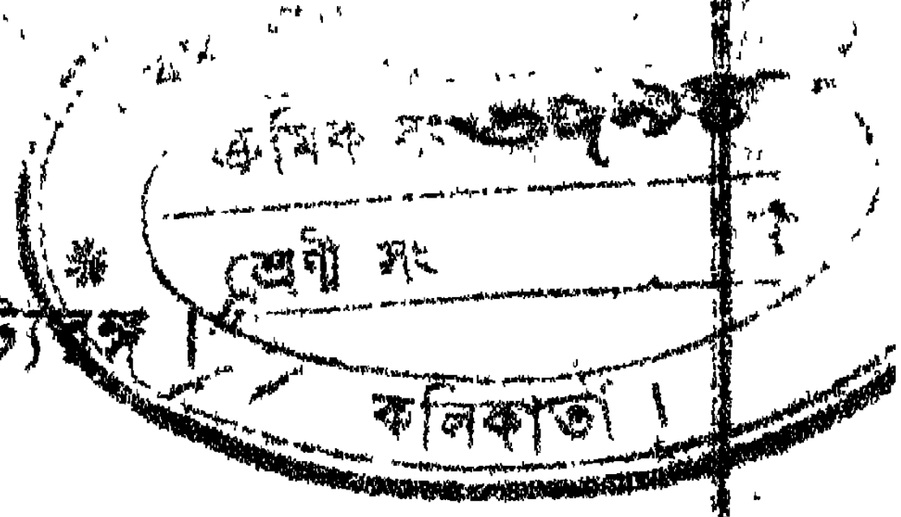

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সামাজিক নাট্যরঙ্গ।

শ্রীকালীচরণ মিত্র প্রণীত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সন ১২৯৬ সাল।

১৮৮৯

টাকা ইউনিভার্সাল প্রেস

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।০ চারি আনা।

কাপ্তেন-বাবু।

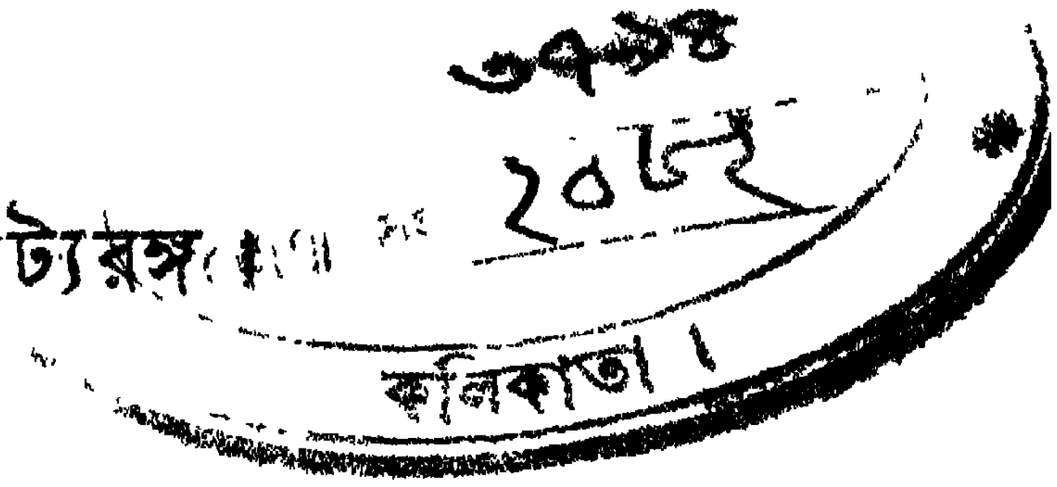

সামাজিক নাট্যরঙ্গ।

শ্রীকালীচরণ মিত্র প্রণীত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

সন ১২৯৬ সাল।

১৮৮৯

টালা ইউনির্ভাস্যাল প্রেস

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।০ চারি আনা।

সাদর উপহার।

বন্ধুবর

শ্রীতারক দাস বসু

বন্ধুবরেষু।

ভাই তারক।

অনেক দিন হইতে তোমার সহিত আমার আলাপ পরিচয় আছে, এবং তুমি অনেক সময় আমার অনেক উপকার করিয়াছ, কিন্তু আমি ভুলিয়াও তোমার কোন উপকার করিতে পারি নাই, পারিব এরূপ আশাও নাই; সেই কারণে অদ্য আমার এই "কাপ্তেন-বাবু" সাদরের সহিত তোমার করে অর্পণ করিলাম; যদিও ইহা তোমার কোন উপকারের যোগ্য নয়, কিন্তু ইহা অপেক্ষা তোমাকে ভালবাসা জানাইবার আর আমার কিছুই নাই বলিয়াই, ইহা তোমাকে উপহার দিলাম; ইচ্ছা না থাকিলেও লইতে হইবে।

৪২নং বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট্, কুমারটুলি, কলিকাতা।
সন ১২৯৬ সাল।

তোমার ভালবাসার পাত্র—
শ্রীকালীচরণ মিত্র।

নাট্যরঙ্গোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

সারদাপ্রসাদ ঘোষ	(জমীদার)
অমৃত লাল পাইন	(বন্ধু)
নরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ	(জমীদারের পুত্র)
শরৎচন্দ্র বসু	(নরেন্দ্রের শ্বশুর)
মন্মথনাথ দত্ত	(নরেন্দ্রের ইয়ার)
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	(পুরোহিত)
মিষ্টার বেলি	(বিচারপতি)
রামকৃষ্ণ ভড়	(মহাজন)
শিবনাথ	(খান্‌সামা)

স্ত্রীগণ।

গোলক মণি	(সারদার স্ত্রী)
কৃষ্ণ রমণী	(নরেন্দ্রের শাশুড়ী)
কুশম কামিনী	(ঐ স্ত্রী)
প্রমদা সরকার	(শিক্ষীতা মহিলা)
মনমোহিনী	(জনৈক বেশ্যা)

উকিলদ্বয়, কাউন্সেল, ইণ্টারপ্রিটার, কোর্টইনস্পেক্টার, কনষ্টেবল, বেহারা, মোক্তার, জমাদার, বেলিফ, পেয়াদা ও ঝি ইত্যাদি।

BAGBAZAR ROYS'
LIBRARY
CALCUTTA.

কাপ্তেন-বাবু।

সামাজিক নাট্যরঙ্গ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(সারদা বাবুর বৈটকখানা, সারদা
বাবু ও অমৃত বাবু আসীন।)

সারদা। বুঝেছেন অমৃত বাবু, ছেলেটা দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছে। মনে করেছে, যেন আমার আর উপর-ওয়ালা নাই। এখন কি করি বলুন দেখি।

অমৃত। এখন আর কি করবেন, টাকা টাকা যাতে আর না কেউ ধার দেয় তাই করুন।

সারদা। তাই এ বৃদ্ধবয়েসে এক ফেক্‌ড়াবেড়া জমীদারি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, তার উপর এক অকাল কুষ্মাণ্ড জন্মে আমাদের হাড়েহাড়ে জ্বালাচ্ছে; আমার যেন "গোদের উপর বিষফোড়া হয়েছে"। তবে আর কি করবো, কপালে যা থাকে তাই হবে।

অমৃত। মহাশয়, বলেন কি? এখন গ্রাহ্য করচ্ছেন না, এর-পর দেনাদারেরা চুলচিরে নেবে, তখন আপনার সখের জমীদারি থাকবে কোথা?

সারদা। অমৃত ভায়া, আমি সব বুঝতে পারি, তা দেখ বুড়-বয়েসে কোথা ঠাকুর দেবতার নাম করে পরকালের কার্য্য কর্‌বো, তা নয় চিরকাল কি এই সব নিয়ে থাকবো।

অমৃত। কত দেবতার পোঁদ পুড়িয়ে একটা ছেলে পেলেন, শেষকালে কিনা ছেলেটা লেখাপড়া শিখে ষাঁড়ের গোবর হ'ল।

সারদা। তবে এখন উপায় ছেলেটা কিসে ভাল হয় বল দেখি; আর টাকা কোন মহাজন ধার দেয় তা তুমি কি বলতে পার?

অমৃত। হাঁ বলতে পারি, শুড়িপাড়ার রামকৃষ্ণ ভড় সে ব্যাটা কত ভদ্রলোকের ছেলের এম্‌নি করে সর্ব্বনাশ করেছে। একগুণ দিয়ে চারি গুণ আদায় করে। এখন সেই চামারবেটাকে সমানে ব'লে পাঠান, যদি নরেন্দ্রকে পুনরায় টাকা ধার দেয় তা হ'লে একটি পয়সাও পাবে না।

সারদা। সে বেশ কথা; এখন শিবনাথকে পাঠিয়ে দি; মহাজন ব্যাটা মানে মানে যদি টাকা ধার দেওয়া বন্ধ করে তা হ'লেই ভাল, আর তা না যদি করে তা হ'লে এই সমস্ত বিষয় বৌয়ের নামে করে দেওয়া যাক্। দেখিদিখি ব্যাটা কোথা থেকে টাকা পায়।

অমৃত বাবু এখন বেলা অনেক হ'ল, উঠা যাক্, আহারাদি করে বৈকালে আস্‌বেন যা হয় দুজনে পরামর্শ করে করা যাবে।

অমৃত। যে আজ্ঞা, তবে উঠুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান বাটী।

নরেন্দ্র, মন্মথ ও মনমোহিনী।

নরেন্দ্র। মন্মথ বাবু আমার ইচ্ছা মনমোহিনীকে লেখাপড়া শিখাই ; নিজে First year অবধি পড়া গেছে, মনমোহিনীকে Fourth year অবধি পড়ান যাক ; কি বল হে চুপমেরে রহিলে যে ?

মন্মথ। আপনার ভাবনা কি, আপনি মনে কর্‌লে কিনা কর্‌তে পারেন, এখন কোন্ কালেজে যে মনমোহিনীকে Admit কর্‌বেন ? মনমোহিনীর কি মত জিজ্ঞাসা করে দেখি। (মনমোহিনীর প্রতি) কি হে মনমোহিনী তোমার মত কি ?

মনমো। নরেন্দ্র বাবু ও আপনার মতে যাহা হয় তা করিবেন ; আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না।

মন্মথ। (নরেন্দ্রের প্রতি) নরেন্দ্র বাবু আমার মতে মনমোহিনীকে কালেজে না দিয়া বাটীতে মেম্ আনা-

ইয়া পড়ান্। এখনতো দেখুন কতদূরের জল কত-দূরে মরে।

নরেন্দ্র। বেশ বলেছ ভায়া, এই বেশ বুদ্ধি। এখন কালেজের কোন মেমকে আনাযায় বল দেখি?

মন্মথ। মহাশয়! বেথুন কালেজের বাঙ্গালি মেম্ প্রমদা-সরকারকে ল'য়ে আসুন। তিনি একজন Well educated মেয়ে মানুষ। তিনি এই বার বি, এ, পাস হয়েছেন।

নরেন্দ্র। Well, মন্মথ বাবু তাঁহাকে পাঁচ ঘণ্টার জন্যে রাখিতে হ'লে Monthly মাহিনা কত দিতে হইবে, তাকি তুমি বলতে পার?

মন্মথ। হাঁ বল্‌তেপারি, পাঁচ ঘণ্টার জন্য Monthly মাহিনা প্রায় আড়াই শত টাকা। তা যদি না দেন তাঁহ'লে আস্‌বেন না।

নরেন্দ্র। হাঁ ঠিক কথা; তিনি একজন প্রকৃত বিদ্যাবতী এর কমে আস্‌বেন কেন; এখন কথাটা হচ্ছে আমার হাতে তো এক পয়সাও নাই। ভড় মহাশয়ের কাছথেকে আমার নাম ক'রে তুমি নিজে গিয়া একখানা পাঁচ শত টাকার Handnote লিখাইয়া ২৫০৲ শত টাকা লইয়া আইস! কাল সকালে একবার সকলে এই-খানে আস্‌বো, এখন তবে উঠা যাক্, রাত্রি অনেক হ'ল মনমোহিনীর কষ্টবোধ হচ্ছে। (মনমোহিনীর প্রতি) Come my dear lady come, এস প্রাণ-ধিকে এস। (মন্মথের প্রতি) Well Monmohto

Baboo don't forget, now good bye,

মন্মথ। All right.

(মন্মথ বাবুর একদিক দিয়া এবং নরেন্দ্রের সহিত মনমোহিনীর অপরদিকে প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

মহাজনের বাটী। ভড় মহাশয় ও তৎসম্মুখে শিবনাথ পত্র দিয়া দণ্ডায়মান।

শিবনাথ। বলি ও মহাজন মুশাই পত্র যে একমনেই পড়চেন্

" উত্তুর টুত্তুর দিন।

মহাজন। শিবনাথ! তুই তোর মনিবকে বলগে যে ভড় মহাশয় আপনার পত্র গ্রাহ্য কর্‌লেন না।

শিবনাথ। তবে মুশাই, এখন চল্ল্যাম্, বাবুকে বলিগে যে মহাজনমুশাই বল্ল্যান্ যে আর তিনি টাকা টাকা ধার দিবান্ না।

মহাজন (স্বগতঃ) এব্যাটা কালা নাকি? (প্রকাশ্যে) বলি ওশিবনাথ শোন্ শোন্ তো ব্যাটার কি বায়েব্ ছিট্ আছে? এলোমেলো কি বক্‌চিস্।

শিবনাথ। মার্‌ব্যান্ নাকি মুশাই, আসুন তবে দেখা যাক্ (কমরবন্ধন)।

মহাজন। ওহে বাপু, তুমি চটকেন; (উচ্চৈঃস্বরে) কালা নাকি

শিবনাথ। মুশাই আমি কালা নই কানে কম শুনি, কি বল্‌চেন শিঘ্র বলুন।

মহাজন। তুই তোর মনিবকে বলগে, যে মহাজন মহাশয় আপনার পত্রের কথা বাতিল কর্‌লেন।

শিবনাথ। বলি মহাজন মুশাই পরে পস্তাবেন, বাবু এদিকে ছেলের কাপ্তেনি দেখে সব বিষয় বৌমার নামে ক'রে দিয়েছেন।

মহাজন। তুই ব্যাটা তোর মনিবের চেয়ে যে এককাটি সরেস দেখ্‌চি; যা ব্যাটা বেরিয়ে যা।

শিবনাথ। আমায় যদি ব্যাটা বল্‌বেন্ তো গায়ে গা-ঘসে দিব। আচ্ছা এখন বেরিয়ে চল্লুম; কিন্তু বাবা পরে পস্তাতে হবে, পস্তাতে হবে, পস্তাতে হবে।

(শিবুর প্রস্থান)

মন্মথ বাবুর প্রবেশ।

মহাজন। আস্তে আজ্ঞা হউক মন্মথ বাবু; আজ আবার কি মনে ক'রে; ওদিকে নরেন বাবুর ঠাকুর একটা কালা খান্‌সামা দিয়ে ব'লে পাটিয়ে ছিলেন যে এবার থেকে মহাজন মহাশয় আর যেন নরেনকে টাকা ধার না দেয়।

মন্মথ। আপনি উত্তর দিলেন কি?

মহাজন। উত্তর দিলুম আর কি; বলে দিলুম যে তোর বাবুকে বল্‌গে যে মহাজন মহাশয় আপনার পত্র গ্রাহ্য কর্‌লেন না।

মন্মথ—বলি ভড় মহাশয় বেটার অনেক বিষয়; একটিমাত্র

ছেলে ; দেখুন ঐ ছেলে বেটার ঠেঙে Handnote কাটিয়ে কাটিয়ে একগুণ থেকে দশগুণ নিতে হবে। আপনি সচ্ছন্দে টাকা ধার দিন কিছু ভয় নাই। ইহাঁতে আপনার লাভ বই লোক্সান নাই।

মাহাজন। খানসামা ব্যাটা বলে গেল যে কর্ত্তা মহাশয় সমস্ত বিষয় বৌয়ের নামে করে দিয়েছেন, তাই আমার ভাবনা হচ্ছে।

মন্মথ। ও সব হজুকে শোনেন কেন ; দেখুন নরেন বাবু বলেন যে বাবা মোলে সমস্ত বিষয় মনমহিনীর নামে ক'রে দিব। এইখানেই বুঝে দেখুন না টাকা পাবেন কিনা ?

মহাজন। হাঁ, মনমোহিনীর নামে হলে পেতে পারি ; সে যাহা হউক এখন আপনার কি মনে করে আসা হয়েছে ; শীঘ্র বলুন, বেলা অনেক হ'ল, স্নান আহ্নিক যেতে হবে।

মন্মথ। নরেন্দ্র বাবু আমাকে দিয়ে বলে পাটিয়েছেন যে, মহাজন মহাশয়ের নিকট হইতে এই পাঁচশত টাকার Handnote দিয়া আড়াই শত টাকা আনিবে এক্ষণে তাঁহার মনমোহিনীকে লেখা পড়া শিখাই বার ইচ্ছা গেছে। আপনি তো জানেন একটা বাঙ্গালি মেমের মাহিনা হদ্দ দুইশত টাকা। আমি তার কাছে আড়াই শত টাকা মাহিনার কথা বলিয়াছি। এখন আমি যা কর্‌ব, যা বল্‌ব তাই হবে। আমি আপনার লাভ বই লোক্সানের দিকে

যাই না। সে যাহা হউক এখন কি টাকা দিবেন ?
নরেন্দ্র বাবু আমায় শীঘ্র যেতে বলেছেন। আর
দেখুন ঐ যে বাদ বাকি পঞ্চাশ টাকা আমার লাভ।

মহাজন। কৈ Handnote খানা দিন, ইহাতে নরেন্দ্র বাবুর সই আছেতো ?

মন্মথ। আপনাকে কিছু ভাবতে হবেনা। আমি সমস্ত ঠিক ক'রে এনেছি।

মহাজন। আচ্ছা বসুন, আমি টাকা আনিয়া দিতেছি।

(মহাজনের টাকা আনিতে গমন)

মন্মথ। (স্বগতঃ) বাবা এবার পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা হাতাব. কি মজা। (মহাজনের টাকা লইয়া পুনঃ প্রবেশ) কৈ মহাশয় টাকা এনেছেন।

মহাজন। আজ্ঞা হাঁ, এই নিন্ আড়াই শত টাকা। আর মন্মথবাবু দেখুন আপনি এই Handnoteএর উপর নরেন্দ্র বাবুর টাকা পাইলেন বলিয়াআপনার নামের স্বাক্ষর করুন।

মন্মথ। কৈ দিন (স্বাক্ষর করণ) এখন তবে বসুন মহাশয়, আসা যাক্।

মহাজন। আজ্ঞা আসুন। (মন্মথের প্রস্থান) (স্বগতঃ) টাকা গুলো দিয়ে মন্‌টা কিরন খেচ্‌ড়ে গেল, দিন কতক দেখে লালিশ কর্‌বো ; এখন উঠি, আজ আবার গঙ্গা স্নানে যেতে হবে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

(সারদা বাবুর শয়ন গৃহ। সারদা

বাবুর ও গোলকমণি।)

সারদা। গিন্নি গতিক ভাল নয়, এমনি কুলাঙ্গার গর্ভে ধরেছিলে, যে আজন্ম কালটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাল্লে।

গোলক! আমার মনে ছিল না যে নরেন্দ্র আমার এ করম হবে। এত লেখো পড়া শিখিয়ে সব পণ্ড শ্রম হ'ল। কপাল গুণে গোপাল যোটে আর সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট; শিব নাথের মুখে শুনিছি যে তেলি পাড়ার প্রিয় দত্তের ছেলে মন্মথ দত্ত সেই ছোড়াই খেলে। তার ছোদ্দ পুরুষ পরের সর্ব্বনাশ ক'রে আস্‌ছে তা সেই বা কেন না করবে; এখন আমাদের ঘর শাসন করা উচিত, ছেলেকে ডেকে পাঠাও বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখ তাতেও যদি না শুনে তা হ'লে এই সমস্ত বিষয় বৌয়ের নামে ক'রে দাও।

সারদা। সে বেশ কথা; দশ জনের শামে ছোড়াটাকে বোঝান যাক্, দেখি কি বলে, নেহাত না শোনে মনে করবো যেন ছেলে হয়নি আমার ভাবনা যে আমি ম'লে সংসারটা উচ্ছন্নে যাবে। শরৎ বাবু অতি সজ্জন লোক মেয়ে দিবে যেন চোর দায় ধরা পড়েচেন তিনি ভাল মন্দ কিছুই জানেন না। সে

যাহা হউক সবাইকে বলে পাঠান যাক্। কাল সকালে যা হয় তার বিহিত কর্‌বো।

গোলক। আগিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে ভাল কথায় বস্ ক'র, তার পর সে কি বলে দেখা। আমি তেমন মা নয়, যদি কথা না শুনে তা হ'লে তার মুখ দর্শন কর্‌তে চাইনা।

সারদা। অদৃষ্টং লিখিতং ধাতা খণ্ডাতে পারে কার বাবার ক্ষমতা। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে; যে ভাল হবার সে আপনি ভাল হবে। তুমি বল্লেই বা কি হবে, আমি বল্লেই বা কি হবে আর ইষ্টি গুরু বল্লেই বাকি হবে; নেহাত না শুনে তো তোমার খোকাকে তোমার কাছে পাটিয়ে দেব, তুমি গর্ভধারিণী পেটে রত্ন ধরেছিলে একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখ। যা হ'ক এখন বসে থাক্‌লে হবে না গিন্নি তবে বাহির থেকে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

(সারাদা বাবুর বৈটখানা। সারদা)

অমৃত ও শরৎ বাবু আসীন)

সারদা। অমৃত বাবু আমি তো সেই মহাজন ব্যাটার কাছে শিবুকে পাটিয়ে ছিলুম, তার পর সেই কশাই ব্যাটা বল্লে যে যা তোর মনিবের পত্র আমি গ্রাহ্য করিনা।

অমৃত। আর কিছু বল্‌বেন না ব্যাটা পরে পস্তাবে। (শরৎ বাবুর প্রতি) শরৎ বাবু যা হ'ক আপনি খুজেখুজে বেড়ে জামাইটি পেয়েচেন।

শরৎ। মহাশয়, আগিয়ে দেখলুম জমীদারের ছেলে, তাতে আবার পাস করা ছেলে। তা আমার অদৃষ্টে জামাই ভাগ্যটি নাই। কি কর্‌বো, এখন রক্ত গরম, বয়েস হলে আপনিই বুঝবে।

সারদা। বুঝেচেন মহাশয়েরা, ব্যাটা মনে করেছে, যে বাবাটা সেকেলে মানুষ অতশত জানে না, ওটাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছি। যা হ'ক বেটা কতদিন ভেড়া বানিয়ে রাখে তা দেখ্‌বো।

শরৎ। বেই মহাশয় যা বল্লেন। এখন কার ছেলেরা যদি একটা পাপ করে আর বাপের কিছু বিষয় থাকে তা হলেই মনে করে আমিই বা কে আর রাজাই বা কে; এখন ও সব কথা যাক, পূরোহিত মহাশয়ের না আসবার কথা আছে? কখন আস্‌বেন তা কিছু বলেছেন?

সারদা। হাঁ এই আস্‌বার সময় হয়েছে। (পূরোহিতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ঐ যে আসছেন। (পূরোহিতের প্রতি) আসস্তে আজ্ঞা হউক ভট্টচার্য্যি মহাশয়, প্রণাম, প্রণাম, প্রণাম,

পুরোহিত। কল্যাণ অস্তু; এখন খবর ভাল তো। শুন্‌চি ছেলেটাকে নাকি ভূতে পেয়েছে?

অমৃত। ভটচায্‌ মহাশয়, ভূতেপায়েনি, বাজারে পেত্তনিতে

পেয়েছে। ছোড়াটা এমনি পেতনির রূপে ভুলেছে যে একেবারে জল হ'য়ে রয়েছে।

শরৎ। পূরোহিত মহাশয় জামাইয়ের ভাবনায় আমার নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনের সুখও নাই। আপনি এক জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, এখন কি করা যায় বলুন দেখি।

পূরোহিত। মহাশয়,আমাদের শাস্ত্রে ক'হে থাকে যে "একে-নাপি কুবৃক্ষেণ কোঠরস্থেন বহ্নিণা। দহ্যতে তদ্বণং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥" যে রূপ অগ্নিযুক্ত একটি মাত্র কুবৃক্ষের দ্বারা সমস্ত বন দগ্ধীভূত হয়, তদ্রূপ একটি কুপুত্রের দোষে সমস্ত বংশ কলুষিত হয়। এখন সারদা বাবুর পুত্র, বাপের বৃদ্ধ বয়সে কোথা সহায় সম্পত্তি হবে, তা নয় বিদ্যাশিখিয়া এক কুষাণ্ড হ'ল। এ বংশে যেমন কুলাঙ্গার কখন হয়নি তেমনি নরেন এ বংশটাকে উচ্ছন্নে দিচ্ছে। এখন ছেলেটাকে এনে বুঝান্। আমি আর দেরি কর্‌তে পারি না। আমায় আবার আর এক শিষ্যের বাটী যেতে হবে। তবে আসি।

সকলে। আসুন, প্রণাম হই।

পূরোহিত। কল্যাণ ভবতু। (পূরোহিতের প্রস্থান)

অমৃত। সারদা বাবু আপনার বেহারাকে দিয়ে নরেনকে এক-বার ডেকে পাঠান্।

সারদা। (বেহারর প্রতি) বেহরা

বেহারার প্রবেশ।

বেহারা। হুকুম মহারাজ।

সারদা। নরেন বাবুকো বোলায় লাও।

বেহারা। বহুত্ আচ্ছা।

(বেহারার নরেন্দ্রকে ডাকিতে গমন ও নরেন্দ্রকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

সারদা। (বেহারার প্রতি) আচ্ছা তোম্ যাও আউর এক ছিলাম তামাকু লিয়াও। (নরেন্দ্রের মস্তকে হাত দিয়া) বস বাবা বস। বাবা তুমি বুড়া বাপ মার মুখ পানে কি একবার চাও না। আজ বাদে কাল আমরা মারবো, এ সমস্ত বিষয়ের অধিকারী তুমিই হবে। যা কিছু বিষয় আছে, তা এই বেলা থেকে কেন ফুঁকে উড়িয়ে দিচ্ছ ?

নরেন্দ্র। আমি ঢের ঢের Father দেখেচি, তোমার মত এ রকম Stupid Father দেখি নাই। যা বলবার তা মুখে বল, মাথায় হাত টাত্ দিওনা বল্‌চি, আমার টেরি খারাপ হয়ে যাবে। এবার First time বলে Excuse কর্‌লুম।

অমৃত। শুন্‌লেন শরৎবাবু ছেলের আক্কেল দেখ্‌লেন তো, বাপকে বল্‌লে Stupid father আবার বল্‌লে কি যে মাথায় হাত দিওনা টেরি খারাপ হবে ; বাবা কলির ধর্ম্মই বটে, আজন্ম কালটা খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে এখন বুড় বাপ মার কোন উপকারেও এলোনা। এখনকার পাঁস করা নয় তো ছেলেদের মাথা খাওয়া ; টটামিটি শিখে এখন বাপমা হ'ল Stupid আর নিজে একজন খুব বুজদার।

শরৎ। তাইতো মহাশয় আমি দেখে অবাক্ হলেম্, এখন আমি কি একবার ব'লে দেখবো ?

অমৃত। আজ্ঞা না অতটাতে যাবেন না, কথার পিটে দুচার্‌টে কথা বলবেন ; ছোঁড়ার যে রকম মেজাজ দেখচি আপনি বলতে গেলে হয় তো মেরে বস্‌বে। তবু সারদা বাবুকে বাপ বলে অনেক খাতির করেছ।

নরেন্দ্র। আমি এ রকম Rustic দের সঙ্গে কথা কহিতে চাহি না। যে সব লোক Etiquette জানে না। যাদের Discipline দোরস্থ নয় তাহারা আমার সঙ্গে কথা কহিবারও যোগ্য নয়।

সারদা। আরে বাবা এখন বুঝতে পাচ্ছনা এরপর অঝ্‌ঝরে কাঁদতে হবে। যখন একটা পয়সার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হবে, তখন কি কর্‌বে বাবা। তখন আমরা Stupidও হব না Rusticও হব না। আর আমি কিছু বলতে চাহিনা. যা প্রাণ চায় তাই কর। এখন আমার সাম্নেথেকে দূর হও।

নরেন্দ্র। Let bygones be bygones, ওসব কথা যেতেদাও এখন আমায় কি জন্য ডাক্‌ছিলে ?

অমৃত। এই সবের জন্যই ডাকা হয়েছে। এখন ভালটাল হবে কি ? না এখন বুঝি সেই বাজারে পেতনিটা ঘাড় থেকে নাবেনি ?

নরেন্দ্র। Who are you? You don't know how to speak with an educated young fellow ?

গিন্নি। (অন্তরালে থাকিয়া) বলি বাছা নরেন, তুমি বুঝেও কি বুঝতে পাচ্চনা, দেখ আজ কালের বাজার বড় খারাপ, একটা পয়সার জন্য লোকে মাথামুড় খোঁড়ে তবু পায় না। বাবা, মা হই, একদিনের জন্যও গর্ভে ধরে ছিলুম, আমার কথা রাখ, বুদ্ধি একটু ভাল কর। আমাদের এ বৃদ্ধ বয়েসে তুমিই সহায়। এখন মতি গতি ভাল দিকে দেবে কি?

নরেন্দ্র। Go away you sorceress, why are you too annoying me? I have many business out side—অনেক কাজ আছে। ওদিকে প্রমদা সরকারের বাহিরে আসিবার কথা আছে। Don't bisturb me again, I can't wait more, মনমোহিনী কি মনে করছে। আমি কেন আর Wizard দের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করে নিজের মস্তিষ্ক খারাপ করি। Go, go you devils won't speak with me.

(নরেন্দ্রের বেগে প্রস্থান)

সারদা। (গিন্নির নিকটে গিয়া) গিন্নি, তুমি বাড়ীর ভিতরে গিয়ে পেটে নুড়ো জেলে দাওগে। (গিন্নির প্রস্থান) (শরৎবাবুর প্রতি) শরৎবাবু দেখলেন, ব্যাটাতো ভেড়া বানিয়ে অনেক দিন রেখে ছিল, শেষকালে বাপমাকে বুড় দেখে গোটা পাঁচ ছয় ইংরাজি ক'রে কি গালাগাল দিয়ে গেল।

শরৎ। বেই মহাশয়, আর কি হবে বলুন, যখন দেনাদারেরা নালিশ করবে তখন চেতন হবে। এখন আপনি

বল্লেও হবে না আমি বল্লেও হবে না। আর আমি সেই মহাজন ভড় ব্যাটাকেও ভাল রকম জানি, সে ব্যাটা কিছুদিন পরেই নালিস কর্‌বে। এখন নিশ্চিন্তে হরিনাম করুন। মনে করুন ছেলে যেন হয় নি, আমি মনে করি আমার যেন মেয়ে হয় নি। রাত্ত দিন এক ছেঁড়ালেটা নিয়ে থেকে কি হবে। কি বলেন অমৃত বাবু?

অমৃত। যেমন দেখছি। ও একবার না চেতলে টের পাবে না। আমার আপিসের বেলা হ'ল, এখন যাই সন্ধ্যাকালে আস্‌বো। (প্রস্থান)

সারদা। বেই মহাশয়, আপনি তবে একটু জল টল খেয়ে যান। অমনি মুখে যাওটা ভাল দেখায় না।

শরৎ। এ ঘরের কথা। বেলা অনেক হ'ল। এখন উঠলুম।

সারদা। তবে আসুন। আমিও উঠি।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ—দৃশ্য।

(মনমোহিনীর গৃহ। টেবিলের চতুর্দ্দিকে চারি খানি কেদেরা। একখানিতে মনমোহিনী পুস্তক হস্তে পাঠ করিতেছে। আর একখানিতে প্রমদা উপবিষ্টা। আর দুইখানিতে নরেন্দ্র ও মন্মথ বাবু আসীন।)

মনমো। Well madam কল্য আপনি আমায় যে সমস্ত বিষয় Translation কর্‌তে বলে ছিলেন। অদ্য আমি সে সমস্ত Subject finish করেছি।

প্রমদা। Have you got them by heart তুমি কি সেই সমস্ত মুখস্ত করিয়াছ?

মনমো। O yes there is no doubt about it.

প্রমদা। Frist tell English then go on with their Bengali meanings অগ্রে ইংরাজী বলিয়া তৎপরে তাহার বাঙ্গালা মানে কর।

মনমো। Then hear me তবে শুনুন "Scarcely had the work appeared in England when it was attacked by the missionaries and most violentlly of all by their teeacher of Philosophy at Aberdeen."—উক্ত পুস্তক ইংলণ্ডে প্রচারিত

হইবামাত্র, খৃষ্টীয় প্রচারকেরা এককালে চারদিক হইতে আক্রমণ করিল; তন্মধ্যে এবার্ডিনের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক অধিক, বিপক্ষতা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন।

প্রমদা। All right I am very much glad বেশ হয়েছে, আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম। Tomorrow you must get by heart from this part up to that কাল এই খান থেকে এই অবধি পড়া রহিল, মুখস্ত লইব। (সকলের প্রতি) Well dear friends good bye now.

সকলে। Good bye, good bye.

(প্রমদার প্রস্থান)

নরেন্দ্র। Excellent, I am astonished what a sharp memory my dear lady has দেখচো মন্মথ আমার মনমোহিনীর কেমন স্মরণ শক্তি? এক একটি কথাতে যেন মধুবর্ষাতে লাগলো।

মন্মথ। দেখচেন কি, লোকে ৪ বৎসরে Fourth year পাস হয়, আপনার মনমোহিনী ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত লেখা পড়াকে একেবারে আঁচলে বাধবে।

সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(অন্দর মহল। গোলক মণি, কৃষ্ণ
রমণী ও কুশমকামিনী
আসীন।)

গোলক। বলি বউমা, ভাতটাত খাও, বেলা অনেক হ'ল। তোমার রকম সকম দেখলে আমার দ্বিগুণ ভাবনা হয়। অদৃষ্টের লিখন বাছা কে খণ্ডাতে পার্‌বে বল!

কৃষ্ণ। তা ঠিক বেন ঠাকরুণ। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, আমার কুশমের অদৃষ্টে যদি ভাল থাকে তা হ'লে ঐ নরেন আবার কুশমের গোলাম হয়ে থাকবে।

গোলক। (কুশমের প্রতি) মা শিঘ্র করে খেয়েটেয়ে নাও, এখনি পালকি আসবে (ঝির প্রতি) ওরে ঝি শুনে যা।

ঝির প্রবেশ।

ঝি। হ্যাঁগা, বলি ডাক্‌ছিলে ক্যানে গা; বলি সমস্ত দিন খেটে খুটে একটু আরাম কর্‌বো তা নয় ঝি ঝি কবে রাত্ত দিনই ডাকচেন। এই এতদিন রয়েছি কৈ একখানা তসর কাপড়ও দিলেনা। না বাবা আমার আর চাকরিতে দরকার নাই। গতর সুখে থাকলে ঢের যায়গায় পেটের ভাত আর পোঁদের কাপড় ক'রে খেতে পার্‌বো। এখন ক্যানে ডাকছিলে।

কৃষ্ণ। একখানা পালকি ডেকে আন্‌তে।

ঝি। আন্‌ছি, তবে চল্লেম। (ঝির পালকি ডাকিতে গমন)

গোলক। বুঝেচ বেন্। এক ছেলের ভাবনায় মর্‌চি, আবার ঝি বেটি রাত দিন খিচির খিচির করে মরে। ওর ঐ স্বভাব।

(ঝির পুনঃ প্রবেশ)

ঝি। কোথায়গো মাঠাকরুনেরা, পালকি এসে বসে রয়েছে। (কুশমকে সাজিতে দেখিয়া স্বগতঃ) ওমা বউ তো নয় যেন খান্‌কি। হ্যাঁগা যার ভাতার বাড়ী ঢোকে না, মুখ দেখে না, তার আবার সাজাগোজা কি। আমাদের দেশে যদি বাপু কেউ ওরকম ক'রে সাজে গোজে, তা হ'লে তাকে সুধু ধান্‌সেদ্ধো আর মুখে চুন কালি দিয়ে একঘোরে কোরে রাখে। কলকেতার লোকেরা বাজারে খান্‌কিকে আবার খান্‌কি বলে নিজেদের ঘরে বার কর্‌লে যে যোড়া যোড়া খান্‌কি বেরোয় তা দেখেও দেখতে পায় না। একটা কথা আছে না যে 'আপনার বেলা আঁটি সুটি পরের বেলা দাঁত কপাটি তাই হয়েছে আমাদের বাবুর; উনি আবার মনমোহিনীকে বাজারেখান্‌কি বলেন, নিজের বউ যে খান্‌কির ঠাকুর মা তা দেখেও দেখতে পান্ না। (গিন্নির প্রতি প্রকাশ্যে) বলি ওগো গিন্নি ঠাকরুণ বেটা যে বছর খানেক ধরে ঘরে আসেনি তা তো দেখচো আবার কোন আক্কেলে বউকে সাজাতে বসেছ। এখন চট পট্ ক'রে

মনের সাধ মিটিয়ে নাও। পালকির বেহারারা চেচাচ্চে।

কৃষ্ণ। এই যে বাছা হয়েচে; তুমি একটু দেরী কর্‌তে বলগে। এতক্ষণ বসেছে আর খানিক ক্ষণ কি বস্‌তে পারে না?

গোলক। বেন্, ওর সঙ্গে কথা ক'ওনা, ওবেটী এক্ষনি তোমায় অপমান করে বস্‌বে। আমার দাদা শশুরের আমলের ঝি বলে কর্ত্তা কিছু বলেন না; তাইতে অত আস্পর্দ্ধা।

ঝি— হ্যাঁগা বলি তারা কি আমার বাবা কেলে চাকর না আমার ভাতার যে দেরি কর্‌বে। গিন্নির তো আর কিছু নেই কেবল গালাগাল টুকুন আছে। এখন আস্‌তে হয় এস, নয়তো পাল্‌কি ফিরিয়ে দিইগে।

গোলক—বৌমা উঠ। (কুশমের শাশুড়ীর প্রতি নমস্কার) সতী সাবিত্রী হও মা, মনের সুখে থাক, আমার নরেণের মতিগতি তুমি আস্‌তে আস্‌তে যেন ভাল দিকে যায়।

কৃষ্ণ। বেন্ তবে আসি ভাই।

গোলক। এস ভাই এস। নারায়ণের কাছে জামাইয়ের নামে একশত আটটি তুল্‌সি দিও। (ঝির প্রতি) ঝি তুই এই পাল্‌কির সঙ্গে যা।

(গোলকের প্রস্থান)

ঝি। বাবা এতোয়ো জ্বালা, জামাই কোথা তার ঠিক নেই শাশুড়ী হতে এলেন। মরুগ্যে যদ্দিন ঋণ আছে

শুধি। (পালকির বেহরা দিগের প্রতি) ঐ বেহারারা চল চল।

(ঝির প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য।

(মহাজনের বাটী। মহাজন ও তৎসম্মুখে মন্মথ আসীন।)

মহাজন। কৈ মন্মথ বাবু আপনি না বলেছিলেন যে টাকা কিছু কিছু ক'রে শোধ দিবে। তা কৈ প্রায় দুবৎসর হ'ল এক পয়সারও সংস্রব নাই।

মন্মথ। দেবার মত তো দেখ্‌চিনা; ও দিকে কর্ত্তা সমস্ত বিষয় নরেণ বাবুর স্ত্রীর নামে ক'রে দিয়েছেন।

মহাজন। টাকা তাবাদি হ'তে চল্ল, আরো কি চুপ্‌মেরে থাকা যায়। আমি আগিয়েই জানতুম, কেবল আপনার পরামর্শে এই সমস্ত হ'ল।

মন্মথ। আর দুই একটা দিন দেখুন না এত দিন সয়েচেন আর এই কটা দিন কি সহিতে পারেন না?

মহাজন। আর দেরী ক'রে কি কর্‌বো, ও দিকে সমনের খর্‌চা দেওয়া হয়েচে। এই আসচে মঙ্গলবার শমন বেরুবে। ইহার মধ্যে নরেণ বাবুকে টাকা টাকার সংগ্রহ করতে বলুন সে, সংগ্রহ করতে পারেন তা ভাল নচেৎ জেল খেটে শোধ দিতে হবে।

মন্মথ। মহাশয়, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই আমায় ক্ষমা করবেন আমি আপনার পক্ষে সাক্ষি দিতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণে আমার নামেতো শমন ধরাননি?

মহাজন। না, আমি নরেন বাবুর নামে শমন ধরাইয়াছি। আপনি কি যথার্থ বলিতেছেন যে আমার পক্ষে সাক্ষি দিবেন?

মন্মথ। আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু যেন নরেণ বাবু এখন টের না পান। তবে এখন আমি নরেণ বাবুকে টাকা টাকার সংগ্রহ করিতে বলিগে। নমস্কার মহাশয়, আমি আসি তবে।

(মন্মথের প্রস্থান)

মাহাজন। আসুন একটু শীঘ্র আসবেন। (স্বগতঃ) আমিও আর বসে কেন। এখন দেখিগে যদি দুই চারিটী মিথ্যা সাক্ষী যোটাতে পারি, তাহা হ'লে অনেকটা বাঁচোয়া। নরেন বাবু বড় লোকের ছেলে উনি মনে কল্লে পঞ্চাশটে সাক্ষী যোটাতে পার্‌বেন। আমার তো সাক্ষী নাই সাক্ষীর মধ্যে মন্মথ বাবু। তা ও বেটাকে বিশ্বাস হয়না। ও ব্যাটা চাপ পড়লে বাপ বলে। ও যে কালে ওর বন্ধু নরেন বাবুর উপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা আমার উপর কর্‌তে বা কতক্ষণ। সে যা হক্ এখন কি Ilan করলে হেরে যেতে না হয় তাও দেখিগে।

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

(মনমোহিনীর গৃহ। মনমোহিনী
ও সুরেন্দ্র বাবু আসীন।)

নরেন্দ্র। বলি, প্রাণেশ্বরী একটা গান টান গাও, খানিকক্ষণ শুনে কান্‌টাকে ঠাণ্ডা করি।

মনমো। তবে শুনুন—(হাত ধরিয়া)

গীত।

"রমণীর জ্বালা রমণী জানে,
মরমে বেদনা মরমে সহেনা;
জীবন তো লুকানদায়—
জিবনে মরণে, রমণী রমনে
বাঁধা থাকে নারী পিরিতী বাঁধনে
সে বাঁধনি খোলে সে পিরিতী ভোলে
পুরুষ কি নির্দ্দয়"—

নরেন্দ্র। বিধুমুখী, আমি এজন্মে তোমায় ভুল্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু স্ত্রীলোকের মন, তুমি হয়তো আমায় ভুল্‌তে পার।

মনমো। সে কি প্রাণ, ও কেমন কথা আমি তোমায় ভুল্‌ব এমন কি হতে পারে? "এখন চুপমার, ঐ দেখ মন্মথ বাবু আস্‌চেন্‌। বোধ হয় ওঁর কিছু হয়েছে উনি মুখ চুন করে আস্‌চেন কেন?

(মন্মথ বাবুর প্রবেশ ও উপবেশন)

Good morning, Monmotho Baboo ; ওরকম ক'রে এলেন কেন? আপনার কি হয়েছে?

নরেন্দ্র। Dear monmotho ওরকম Dull fellew র মতন এসে বসে রহিলে কেন। Take a glass of branby and drink it তা হলে মনে অনেক ফুর্ত্তি হবে, কিছু ভাবনা থাক্‌বেনা।

মন্মথ। (মৌণভাবে) নরেন্দ্র বাবু আপনার নামে মহাজন মহাশয় নালিশ করেছেন আজ বাদে কাল জেলে যেতে হবে। আর আমোদ করে কাজ নেই এখন টাকার চেষ্টা দেখুন।

নরেন্দ্র। কি বল My dear এত রসিক হলে ক'বে?

মন্মথ। আমি আপনার সঙ্গেঠাট্টা কচ্চি না। যথার্থ এই মঙ্গল-বার আদালতের লোকেরা সমন ধরাতে আস্‌বে।

নরেন্দ্র। কোথায় আর টাকা পাব, বাবার কাছে চাহিবার আর মুখ রাখি নাই। এখন কি করি।

মনমো। (সস্বব্যস্তে উঠিয়া) নরেণ বাবু আমি আজ থেকে আমার মার বাটীতে চল্লুম। আমি আর আপনার কাছে থাকিতে ইচ্ছা করিনা।

(প্রমদা সরকারের প্রবেশ)

প্রমদা। Well মনমোহিনী পড়া হয়েছে।

মনমো। আজ্ঞা না আমি আজ থেকে আপনার কাছে আর পড়্‌বোনা। নরেণ বাবু আজ বাদে কাল জেলে যাবেন। ইনি আর মাহিনা যোগাতে পার্‌বেন না;

আপনি মানে মানে চলে যান, আপনার এ মাসের মাহিনা শোধ হয়েছে। আমিও মানে মানে পালাই। মন্মথ বাবু মানে মানে পালাবেন। কাহাও থেকে দরকার নাই। যে যার আপনার পথে যাওয়া যাক্। বকের দলে সারসও কেন ধরা পড়ে। কি বলেন মাষ্টার মহাশয় আমি ঠিক্ বলেছি কিনা ?

নরে। What a sad thing it is, good bye forever আমি তবে চল্লেম।

প্রমদার প্রস্থান।

মনমো। নরেণ বাবু, মন্মথ বাবু এই দেখুন, আপনাদের সম্মুখে আমি সুধুহাতে, সুধুগায়ে চলিলাম। আমি আপনার সঙ্গে আর আলাপ করিতে চাহি না। I am going forever চিরকালের জন্য চলিলাম।

মনমোহিনীর প্রস্থান।

মন্মথ। এখন কি কর্‌বেন, টাকা টাকা যোটাবেন না ভামের মতন বসে থাক্‌বেন ?

নরেন্দ্র। আর কোথা থেকে যোটাব ; জেলে যেতে হয় যাব। এই খানেই এখন থাকি, বাবার কাছে চাহিতে পার্‌ব না, সে পথ অনেক দিন ঘুচিয়ে রেখেচি। যদি তিনি দয়া করে ক'রে দেন তা পরের কথা। এখন মন্মথ ভাই তুমি মহাজন ব্যাটাকে বলগে যে আমায় যেন জেলে দেয়; বেটা আমার কাছে অনেক জুচ্চোরী করেছে। যা থাকে তাই হবে, এখন অসময় পেয়ে তুমিও চড়া চড়া কথা বলচো। যাও আমি

তোমার সহিত কথা কহিতে চাহিনা তোমার মহাজন বাবাকে আমার জেলে দিতে বলগে।

মন্মথ। আচ্ছা চল্লেম। আপনাকে কি রকম জব্দে ফেলতে পারি তা দেখবেন্। প্রস্থান

নরেন্দ্র। (স্বগতঃ) হা বিধাতঃ তুমি আমার মতন হতভাগাকে কেন জন্ম দিয়াছিলে। হায় এ পৃথিবীতে যেন কেহ শঠ বন্ধু ও শঠ স্ত্রীলোকের সহিত প্রণয় না করে। আমি মন্মথকে পরম বন্ধু ও মনমোহিনীকে পরম হিতৈষিনী বলিয়া জানিতাম। সকলেই অসময়ে আমার মুখে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেল। হা পিতঃ! আপনি আমায় যথার্থ কথা বলিয়াছিলেন. এক্ষণে এ মূঢ়ের জ্ঞান নয়ন খুলিয়াছে। আমি কেমনে জন সমাজে এ কালা মুখ দেখাইব। হা জগদীশ্বর আমায় এই খানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইতে দিন্। দেখি কাল ফনিরা কতক্ষণে আসে। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করি।

(হটাৎ মন্মথ বাবুর পেয়াদার সহিত প্রবেশ ও শমণ দেওন)

মন্মথ। (পেয়াদার প্রতি) এ পেয়াদা এ বাবুকো শমন দেও।

(শমন দেওন ও নরেন্দ্রর প্রতি) নরেন্দ্র বাবু আপনি আগত বৃষ্পতিবার জজসাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। অন্যথা না হয়।

(পেয়াদার ও মন্মথের প্রস্থান)

নরেন্দ্র। এখন কাহারও নিকট যাইবনা। আদালতে সকলেই উপস্থিত হইবেন। আর ভাবিয়া কি করিব। এখন

নিদ্রাগারে একটু নিদ্রা যাইগে। কল্যপ্রাতঃকালে আদালতে যাইতে হইবে।

(নিদ্রাগারে প্রাস্থান)

দশম দৃশ্য।

স্মল্ কজ্ কোট।

(মিষ্টার রেলি, কাউন্সেল, ইণ্টারপ্রিটার, উকিল দ্বয়, কোট ইন্স্পেক্টার, কন্ষ্টেবল, মোক্তার, জমাদার, সারদা, অমৃত, শরৎ, নরেন্দ্র, মন্মথ, পুরোহিত মহাজন, শিবনাথ ইত্যাদি।

ইণ্টার। (প্রথম উকিলের প্রতি) আপনি রামকৃষ্ণের পক্ষে কি দেখাতে চান্ দেখান্ ?

১ম উকিল। Well Mr Interpretar আমি রামকৃষ্ণের পরিবর্ত্তের এই কথা বলিতে চাহি, যে ও ব্যক্তি যদিও নাবালককে টাকা দিয়াছিল তথাপিও ঐ টাকা রাম কৃষ্ণের পাওয়া উচিত।

ইণ্টার। (দ্বিতীয় উকিলের প্রতি) আপনি নরেন্দ্রর হ'য়ে কি বলিতে চান বলুন ?

২য় উকিল। আমার বক্তব্য এই যে, মহাজন রামকৃষ্ণের ইহাতে এক পয়সা পাওয়া উচিত নয়, কারণ যে ব্যক্তি না বুঝিয়া সুঝিয়া নাবালককে টাকা ধার দেয় আইনানুসারে সে সমস্ত টাকাই Cancel হতে পারে।

ইণ্টার। (১ম উকিলের প্রতি) মহাশয় আপনি কি রকম করিয়া রামকৃষ্ণের Sideএ হয়ে বলেছিলেন উহার সমস্ত টাকা পাওয়া উচিত। দ্বিতীয় উকিল মহাশয় Lawful কথা বলচেন।

১ উকিল। Very good আপনি মহাজনের যে Witness তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।

ইণ্টার। (মন্মথের প্রতি) মন্মথ তুমি কি বলিতে চাহ? ধর্ম্মপক্ষে থাকিয়া সকল বিষয় সত্য কহিবে মিথ্যা বলিলে আইনানুসারে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

মন্মথ। Well my lord hear me please হেধর্ম্মাবতার অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুনুন:—মহাজন মহাশয় নরেন্দ্র কে শাবালক অবস্থাতেই টাকা ধার দিয়াছিলেন; আমি স্বয়ং তাঁহাকে মহাজন মহাশয়ের নিকট হইতে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা আনিয়া দিয়াছিলাম; ঐ সমস্ত টাকা মহাজন মহাশয় আজ পর্য্যন্ত পান নাই, ইহা সুদে বাড়িয়া দ্বিগুন হইয়াছে এক্ষণে আপনা-দিগের বিচারে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিবেন।

ইণ্টার। (মহাজনের প্রতি) মহাজন মহাশয় আপনি ইহাতে কিছু বলিতে চান।

মহাজন। আজ্ঞা না, ইহাকে —

নাই ; মন্মথবাবু যে সমস্ত কথা বলিলেন, ঐ সমস্ত কথা আমারও বলিবার ছিল, এক্ষণে সমস্ত বিষয়ই শুনিলেন, ন্যায় অন্যায় বিচার করুন।

ইণ্টার। (সারদা বাবুর প্রতি) সারদাবাবু আপনি আপনার পুত্রের হইয়া কিছু বলিতে চান ?

সারদা। আমি আমার পুত্রের হইয়া এই বলিতে চাহি যে মন্মথ বলিতেছে যে নরেন্দ্র শাবালক অবস্থায় টাকা লইয়াছিল, কিন্তু এই আদালতে আমার পুরোহিত মহাশয় নরেনের ঠিকুজি কুষ্টি লইয়া দণ্ডায়মান আছেন, আপনারা ইহা খুলিয়া দেখুন, নরেণ এক্ষণে শাবালক কি নাবালক, এক্ষণে উহার বয়ঃক্রম ১৮।১৯ বৎসর মাত্র। আর দেখুন, আমি কতবার ঐ মহাজনকে নরেনকে টাকা দিতে বারণ করিয়া পাঠাইতাম, তথাপিও উনি আমাদিগের কথা শুনেন নাই ; আপনারা বরং আমার পরিচারক শিবনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে যথার্থ প্রমাণ হইবে।

ইণ্টার। (শিবনাথের প্রতি) শিবনাথ তুমি তোমার মনিবের পুত্রের হইয়া কি বলিতে চাহ ; শীঘ্র করিয়া বল।

শিবনাথ। এঁ্যা ! এঁ্যা ! কি বলচ্যান, একটু চেচায়ে বলুন। কানে থ ট আছি। তা'বলে মনে কর্‌বান্ না যে আমি কালা।

ইণ্টার। (সকলের প্রতি) Is it true that he is deaf ? একি যথার্থ কালা ?

সকলে। আজ্ঞা হ্যাঁ, কানে কিছু কম্ শোনে।

ইণ্টার। (শিবনাথের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে) শিবনাথ তুমি তোমার মনিবের পুত্রের হ'য়ে কিছু বলতে চাও? শীঘ্র করিয়া বল।

শিবনাথ। আজ্ঞা আমার মনিবতো প্রায় হাজার হাজার বার মুয়ের হাতে পত্র লিখিয়া দিয়া মহাজন মুসাইকে বারণ করে পাঠাতেন, তথাপিও উনি আমার কর্ত্তা মুশায়ের কথা গ্রাহ্য করেন নাই। মুশাই বলবোকি. একদিন তেড়ে মার্‌তে এসেছিলেন।

ইণ্টার। আচ্ছা তুমি চুপ মার। (পুরোহিতের প্রতি) ও গো পুরোহিত মহাশয় আপনি নরেন্দ্রের ঠিকজ্জি কুষ্টি অনুসারে ও আপনি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলুন আপনি কি জানেন।

পুরোহিত। এই দেখুন (ঠিকজ্জি দেওন) এখনও বিশ বৎসরে পা দেয়নি। আর আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে আমার এই পৈতা ছুয়িয়া বলিতেছি যে নরেন্দ্র বাবুর এ সমস্ত কুকর্ম্মের বনিয়াদ ঐ ব্যক্তি যাহার নাম মন্মথ, উনি ঐ ২৫০৲ আড়াই শত টাকার মধ্যে ৫০, পঞ্চাশ টাকা আত্মস্মাৎ করিয়াছেন।

ইণ্টার। (নরেন্দ্রে প্রতি) আচ্ছা নরেন্দ্র বাবু আপনি ঐ আড়াই শত টাকার মধ্যে কত টাকা পেয়েছিলেন?

নরেন্দ্র। আমি ঐ আড়াই শত টাকার মধ্যে দুই শত টাকা পাইয়াছিলাম।

ইণ্টার। (মন্মথ ও মহাজনের প্রতি) আচ্ছা মন্মথ ও রামকৃষ্ণ-

বাবু. নরেন্দ্রের Side এর লোকেরা যে সমস্ত কথা বলিল ইহা কি সত্য ?

উভয়ে। আজ্ঞা উঁহারা যে সমস্ত কহিলেন সকলি সত্য।

ইণ্টার। আমরা এক্ষণে আর কাহারও কথা শুনিতে চাহিনা। (১ম উকিলের প্রতি) আপনি কি করিয়া রামকৃষ্ণের Favour এ কথা কহিতে ছিলেন। এক্ষণে জজসাহেব সমস্ত শুনিলেন; উনি কি বলেন সকলে শুনুন। (জমাদারের প্রতি) এ জমাদার তোম সব আদমিকো চুপ রাখো না।

জমাদার। যোহুকুম খোদাবন্দ। (সকলের প্রতি) এ বকাবকি মত কেরো। চুপ রয়নে নেই থাকে তো বাহারমে যাও।

জজ্। এক্ষণে আপনারা সকলে শুমুন—আইনানুসারে মহাজন মহাশয় একটি পয়সাও পাবেন না; কারণ তিনি কি অগ্রে জান্‌তেন্ না যে নাবালককে টাকা ধার দিলে সে সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। আর ঐ ব্যক্তি যাহার নাম মন্মথনাথ দত্ত উনি নরেন্দ্র বাবুকে নাবালক বলিয়া মিথ্যা কথা হলপ আর ৫০, পঞ্চাশ টাকা আত্মস্মাৎ করিয়াছেন বলিয়া দ্বিগুন শাস্তি ভোগ করিবেন। উঁহাকে সেই পঞ্চাশ টাকা প্রত্যর্পণ ও তিন মাস Criminal gail এ থাকতে হইবে। আর সংবাদ পত্রে এই বলিয়া ছাপাইয়া দিবে যে অদ্য হইতে যদি কোন মহাজন নাবালককে না বুঝিয়া টাকা ধার দেয় তাহা হইলে

তিনি টাকা পাইবার পরিবর্ত্তে আইনানুসারে দণ্ড ভোগ করিবেন। আমি আর কিছু বলিতে চাহিনা, এক্ষণে তোমরা আমার কথানুযায়ীক কর্ম্ম কর।

ইণ্টার। (মন্মথের প্রতি) মন্মথ বাবু শুন্‌লেনতো এক্ষণে টাকা দিলেও জেল খাটিতে হইবে।

মন্মথ। আজ্ঞা আর কি করিব বলুন, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল মশা মার্‌তে গালে চড়'।

ইণ্টার। (জমাদারের প্রতি) এ জমাদার, এ আসামীকো বহুত সামুজকে জেল খানামে লে যাও।

জমাদার। বহুত আচ্ছা। (মন্মথের প্রতি) আও আও কেয়া দেখতা।

(জমাদারের সহিত মন্মথের জেলে গমন ও মহাজন ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

মহাজন। (অন্যপার্শ্বে স্বগতঃ) বাবা হদ্দ নাকাল, হাড়িড় হাল। কেন জেনেশুনে তান্ হাতে ক'রে গু খেয়ে ছিলুম। অধর্ম্মের পথে গেলে কখনই জয় লাভ হয় না। হা অদৃষ্ট, হায় হায় এতোগুণো টাকা দরীয়ায় গেল। যা হবার তা হয়ে গেছে, আর হবে না। নেড়া একবার বেল তলায় যায় দুবার যায় না। এই নাকে কাণে খত। এমনি জুচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলুম যে একটা খুব আক্কেল সেলামি দিলে। আর যদি কোন বেটাকে এক পয়সা দি তা হ'লে আমি নচ্ছার আর আমার চোদ্দপুরুষ নচ্ছারের বোঝাবয়। বাবা এখন ঘরেগিয়ে জলটল

খেয়ে বাচিগে, চৌপোর দিনটে দাড়িয়ে দাড়িয়ে গলা শুকিয়েগেছে। ঐ বিশ্বাসঘাতক কপট, মন্মথ ব্যাটকে যে জেলে দিয়েছে তা ঠিকই করেছে। ও ব্যাটাইতো এই সব করলে।

নেপথ্যে। কোন হায় তোম। আবি নিকাল যাও।

মহাজন। বাবা পালাই পালাই, আর দাড়িয়ে কাজ নেই, একে গলা শুকিয়ে রয়েছে শেষকালে হয়ত দম্ আট্‌কে যাবে। (প্রস্থান)

পঠ পরিবর্ত্তন।

জেলখানা।

(মন্মথ বাবু মৌনভাবে উপবিষ্ট
ও তৎসম্মুখে দুইজন প্রহরী
দণ্ডায়মান।)

মন্মথ। (স্বগত) হায় কেন আমি পরের সর্ব্বনাশে গিয়াছিলাম। আমার এ পাপের পায়শ্চিত্ত নাই। নরেন্দ্র বাবু যেমন আমায় বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া জানিতেন, আমি তেমনি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কার্য্য করিলাম। ও হো! পরের মন্দ চেষ্টায় ফাঁদ পাতিলেআপনাকে সেই ফাঁদে অগ্রে পড়িতে হয়। যেমন নরেন্দ্রকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টায় গিয়াছিলাম আমি অগ্রে সেই ফাঁদে

পড়িলাম। হা জগন্মতা বসুন্ধরে তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে আশ্রয় লই। এ মূঢ় সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করিও না। হে পিতঃ, হে মাতঃ আপনারা সকলে আসিয়া দেখুন আপনাদের সন্তানের কি হইয়াছে। আমার আর বাক্য সরেনা। এক্ষণে কার সাধ্য আছে যে এ পাষণ্ডদের হাত হইতে আমায় উদ্ধার করে। ভগবানের ইচ্ছায় যা আছে তাই হবে। এখন তিন মাস কাল এই খানে নিশ্চিন্তে থাকি। অদ্য হইতে আমার মান্ সম্ভ্রম সকলই বিসর্জ্জন দিলাম।

১ম প্রহরী। এ বাবু তোম ফিন্ যদি বক্ বক্ করেগা তো তোম্‌কো পচাশ বেত মারেগা।

২য় প্রহরী। এ ভাই ইস্‌কো আচ্ছা কর্‌কে বেত লাগাও, এ আদ্‌মি বেড়ী বদ্‌মাস।

মন্মথ। প্রহরীগণ তোমরা আমার মস্তক কুটার দ্বারা চুর্ণ কর আমি অচিরাৎ সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ হই।

(মন্মথের উপর প্রহরী দিগের বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত)

মন্মথ। উঃ কি অসহ্য যন্ত্রনা, আর সহ্য হয়না। কোথায় লুকাব, লুকাবারও স্থান নাই। এ পৃথিবীতে এরূপ শাস্তি ভোগ করিতেছি, নাজানি ঈশ্বরের কাছে কিরূপ দণ্ডনীয় হইতে হইবে। হায়রে কপাল, এতদিনে কর্‌লি আমার হাঁড়ির হাল। বাবা কেন জেনে শুনে এরকম দালালি খেতে গেছলুম।

পট ক্ষেপন।

একাদশ দৃশ্য।

(সারদা বাবুর বৈটকখানা বাটী।
সারদা, অমৃত, শরৎ বাবু, পুরোহিত এবং নরেন্দ্র আসীন
ও তৎসম্মুখে শিবনাথ
দণ্ডায়মান)

সারদা। বুঝেছেন মহাশয়রা মহাজন ব্যাটা আর ঐ মন্মথ কোটনা ব্যাটা বড়ই জব্দ হয়েছে। তখন মহাজন ব্যাটা না বুঝে সুঝে খুব গরম গরম টাকা ঢেলেছিল এখন পস্তাতে হ'ল। যা হ'ক ওরাও পস্তাল এখন এ হতচ্ছাড়া ব্যাটা বোধ হয় এখনও জব্দ হয় নি।

অমৃত। সারদা বাবু আর ভাবনা কচ্চেন কেন? নরেণ হাড়ে হাড়ে জব্দ হয়েছে।

শরৎ। মহাশয়, আমিতো পূর্ব্বেই বলে ছিলাম সে একবার না ঠেকলে টের পাবেনা। (নরেণের প্রতি) কিহে বাবাজি দিন কতক যে খুব উড়েছিলে কোথায় সে মন্মথ ইয়ার, যার সঙ্গে খুব Friendship পাতান হয়েছিল। এখন কি মতি গতি ফিরেচে? চুপ মেরে রহিলে যে, আমার কথার উত্তর দাও?

সারদা। কিরে, ছোঁড়া, আমাদের বেটা ভূত, Sptuid father বলিছিলি না, তা দেখলিতো আমাদের কতদুর

Stupidity এখন মেজাজ ঠাণ্ডা কর্; সদাই সৎপথে থাক্। তোর কিসের ভাবনা যে লক্ষ্মীছাড়ামি ক'রে বেড়াচ্ছিলি।

পুরোহিত। কৈ গো বোন্‌জা মহাশয় কৈ কবে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন। সে যা হ'ক আমার পরিশ্রম এত দিনে সফল হ'ল। (শিবনাথের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে) ওরে শিবে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কি শুনচিস। এবার তোর বৌয়ের হেসো হার হবে। এখন এক ছিলাম তামাক নিয়ায় দেখি।

শিবনাথ। (স্বগতঃ) আমাদের ভটচায্যি মুশায়ের কেবল নুচি তামুক আর পাব্বনির খোঁজ টুকু আছে। বামুন জাতেরই কেমন অল্পে পেট ভরে না। বাবা এখানে দাঁড়ায়ে কাজ নেই। দাড়ায়ে থাকিলে কেবল ফর্‌মাজ শুনিতে হইবে।

পুরোহিত। (স্বগত) ব্যাটা সেই অবধি তামাক আন্‌তে গেছে। যাগ্‌গে ও কালা বেটাকে আর ডেকে কাজ নাই। (সারদার প্রতি প্রকাশ্যে) সারদা বাবু আর চিন্তা কর্‌বেন না, আমার আশীর্ব্বাদে নরেণ বাবুর মতি গতি আজ থেকে ফির্‌লো। এখন আমি উঠি, অনেক দূর যেতে হবে, তবে বসুন মহাশয়রা।

(পুরোহিতের প্রস্থান)

নরেন্দ্র। পিতঃ আপনারা আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি না বুঝিয়া সুঝিয়া এরূপ কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম। আমি

জন সমাজে যার পর নাই অপদস্থ হইয়াছি। এ জীবনে এরূপ কার্য্য আর করিবনা।

ঝির প্রবেশ।

ঝি। ওগো কর্ত্তা মুশাই, বেলা অনেক হ'ল, স্নান টান করুণগে ভাত জুড়িয়ে যাচ্চে।

সারদা। আচ্ছা তুই যা আমি যাচ্চি।

অমৃত। মহাশয়! তবে আসি।

সরদা। আজ্ঞা আসুন; আপনাদের দশজনের আশীর্ব্বাদে ছেলেটা যে ভাল হ'ল, তাতে মন যে কিরূপ প্রফুল্লিত হচ্চে তা আমি এক মুখে বলতে পারিনা, অমৃত ভায়া মাজে মাজে একবার কোরে পায়ের ধুলো দিয়ে যেও।

শরৎ। বেই মহাশয়, জামায়ের জিত হ'ল সে কেবল আপনার পূন্যফলে। এখন তবে বসুন আসা যাক্। (অমৃত বাবুর প্রতি) চলুন অমৃত বাবু।

(অমৃত ও শরৎ বাবুর প্রস্থান)

সারদা। (নরেণের প্রতি) চল বাটীর ভিতর যাই।

(সারদা ও নরেন্দ্র বাবুর অন্দরমহলে প্রস্থান)

দ্বাদশ দৃশ্য।

(কুশমের গৃহ। নরেন্দ্র ও কুশমকামিনী আসীন।)

নরেন্দ্র। প্রিয়ে, আমি তোমার নিকট শত শত অপরাধ

করিয়াছি তজ্জন্য আমায় মাপ কর।

কুশম। প্রাণনাথ, আপনি অপরাধ করেন নাই, আমিই ক'রেছিলাম তা না হ'লে আপনি কেন আমায় এত দিন ভূলে থাকবেন।

নরেন্দ্র। যা হবার তা হয়ে গেছে, এমন কাজ আর হবেনা। প্রিয়ে বহুদিন হইল তোমার কোকিল কণ্ঠ বিনিন্দিত সুললিত গান শুনি নাই এক্ষণে একটী গান গাও

কুশম। তবে শুনুন; (গীত আরম্ভ)

গীত।

"সুখে আছতো এখন।
সতত আমারি লাগি হতে জ্বালাতন॥
এস নাথ কাছে বস, বসিতে কি আছে দোষ
তুমি যারে ভালবাস সে বাসে কেমন॥
দুরন্ত বসন্ত কালে, নাথ হে কেমন ছিলে,
কোকিলে কুহু ডাকিলে কি করিত মন॥"

চিরকালের জন্য দাসীকে মনে রাখ্‌বেন।

নরেন্দ্র। কিছু ভাবতে হবেনা; যখন মধু বর্ষাতে আরম্ভ হয়েছে তখন একেবারেই বর্ষেচে। (নেপথ্যে গিন্নি ডাকিতেছেন) 'ও গো বউমা শুনে যাও'।

কুশম। ঐ মা ডাকচেন্ আমি এখন যাই।

(প্রস্থান)

নরেন্দ্র। (স্বগত) আমি কি কুলাঙ্গার, কি পাষণ্ড, আমি এরূপ সুন্দরী কামিনীর কত মনকষ্ট দিয়াছি। কেন

পরের বুদ্ধিতে গিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতাকে কষ্ট দিয়া দিয়াছিলাম। এ পৃথিবীতে যেন আমার মত লোক জন্মগ্রহণ না করে। আর যেন কেহ কপটদিগের কপটতা জালে পড়িয়া আমার ন্যায় Handnote না কাটে। যদি কেহ জ্ঞান শিক্ষা করিতে চাহেন তাহা আমাতেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। অসৎ বন্ধু অপেক্ষা বন্ধু না থাকা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। আমি কামপরবশ হইয়া অগ্রে পিতামাতার ও গুরুজন দিগের বাক্য গ্রাহ্য করি নাই বলিয়াই জনসমাজে ও নিজ জ্ঞাতিবর্গের নিকট কিরূপ অপদস্থ হইলাম, লোকে পরের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি জ্ঞানলাভ করে না? এক্ষণে সকলে আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সাবধান হউন। আমি এরূপ সম্ভ্রান্তবংশের পুত্র হইয়া কেন এরূপ কার্য্য করিলাম। লোকের যখন মতিচ্ছন্ন ধরে তখন তিনি স্ব ইচ্ছায় এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। আমায় ধিক্, শত ধিক, এক্ষণে আমি আমার বংশের কণ্টক স্বরূপ। অতি কদর্য্য কার্য্য। অতি ঘৃণিত কার্য্য। আর এরূপ কার্য্য হবে না, কখনই হবে না।

যবনিকা পতন।

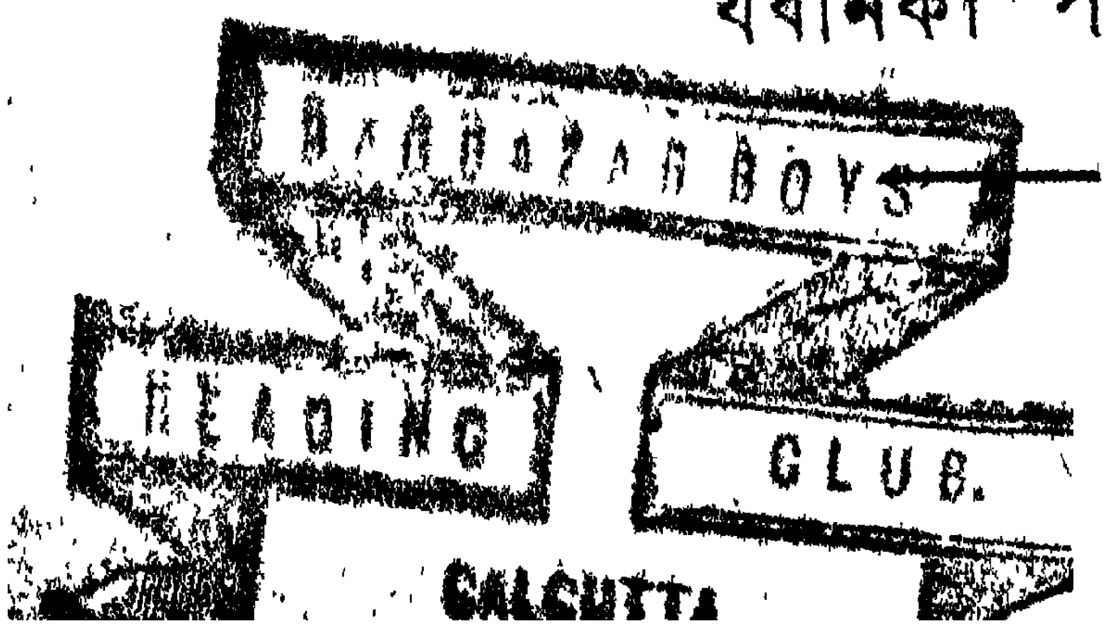

To be had of the author
42 *B*olloram Mozoombar's Street *K*umertooly and
1/1 *R*am kanta *B*ose's 1st *L*ane *B*agbazar Calcutta
2

শ্রীকালি চরণ মিত্র।
৪২ নং বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রিট।
কুমারটুলি।
শ্রীতারক দাস বসু। বাগ বাজার ১।১ রাম
কান্ত বসুর প্রথম গলিতে প্রাপ্তব্য।